দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-৩১

খন্দকার জাহিদ হাসান

চন্দ্রবাসীদের পৃথিবী পরিদর্শন-২ঃ পিঁপড়ে-কন্যা নিনি

তমসা বুড়ীমাঃ (উঠোনে চরে বেড়ানো 'কুড়মুড়ি' নামের একটা ইট-রঙ্গা মুরগীর উদ্দেশ্যে) এই যে মুখপুড়ি কুড়মুড়ি, সারাদিন ক'বার করে গেলা হচ্ছে? আর ওদিকে ডিম পাড়ার নামগন্ধটিও নেই! এমনটি চলতে থাকলে সামনের হাটবারে বেচে দেবো কিন্তু বলে দিলাম! আর তা না হলে তোকে রেঁধে কুড়মুড় করে খাবো, হ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ- -!! কতোদিন মুরগীর মাংশ খাই না!

[কিপ্‌টে তমসা বুড়ীমার কথায় 'কুড়মুড়ি' নামের মুরগীটার কোনো ভাবান্তর হল না। তবে সে অন্যদের সাথে একমনে উঠোনে ছড়ানো ক্ষুদকুঁড়ো টুকিয়ে চলেছিল, আর সেই সাথে ক্যাঁকর-ক্যাঁকর আওয়াজ করছিল। আর ওদিকে উঠোনের কোণের সেই মুরগী থাকার ঘরের ছাদের ওপর চন্দ্র থেকে পৃথিবীতে আগত মাত্র সাড়ে চার সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ক্ষুদে নভোযান মেন্‌জিককে অবতরণ করানোর সংগে সংগেই চন্দ্রবাসী রু ও শিউ নেমে পড়ল। তারপর তারা চারিদিক পর্যবেক্ষণ করতে থাকল এবং নিজেদের মধ্যে আলাপ শুরু করে দিল। তখন স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটা।]

রুঃ শিউ, তেই-এর বুকে শেষ পর্যন্ত ল্যান্ড্ তো করলাম। ইয়ে, মেন্‌জিকের ল্যান্ডিং মেকানিজমের চৌম্বকীয় আঠালো প্রক্রিয়া চালু করে দিতে ভুলে গেছি। তুমি কি একটু চালু করে দিয়ে আসবে?

শিউঃ এক্ষুণি দিচ্ছি। না দিলে খবর আছে। তেই গ্রহে যে দম্‌কা হাওয়া! মেন্‌জিককে যে-কোনো মুহূর্তে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে।

রুঃ ঠিক বলেছ। গুড্ বয়!

[কাজ শেষ করে শিউ আবার রু-এর পাশে এসে দাঁড়াল। রু পুনরায় মুখ খুলল।]

রুঃ তুমি যে তখন বল্‌ছিলে যে, তেই-এ অনেক ছোট আকারের প্রাণী রয়েছে? কোথায় গেল তারা? একটাও তো চোখে পড়ছে না!

শিউঃ চোখে না পড়লে আমি আর কি করতে পারি, বলো! পলিস্কোপের শাইবোমিয়া নিরীক্ষণে তখন যা ধরা পড়েছিল, সেটাই আমি তোমাকে জানিয়েছিলাম।

রুঃ সর্বনাশের কথা হল, এই গ্রহের সব প্রাণীই ধাড়ি ধাড়ি! আমাদের আকারের কোনো প্রাণী মনে হয় এখানে নেই।

শিউঃ ঠিক বলেছ। ওদের সংগে এঁটে ওঠা সম্ভব নয়। (তমসা বুড়ীমাকে নির্দেশ করে) ঐ যে দেখ, এই বিরাট উপত্যকাটার ওপারে ঐ জলযানের দৈত্যগুলোর জাতভাই!

রুঃ শিউ, আমার মনে হয়, এটা ওদের জাতভাই নয়। বরং জাতবোন-টোন হবে।

শিউঃ তার মানে?

রুঃ জলযানে দেখা দৈত্যগুলো ছিল পুরুষ, আর এটা হচ্ছে স্ত্রী। তাছাড়া এটাকে বেশ বয়স্ক বলেই মনে হচ্ছে।

শিউঃ কিভাবে তোমার এটা মনে হল?

রুঃ (মুচ্‌কি হেসে) সে তুমি বুঝবে না। তবে আমাদের চোখে সে অঞ্জন আছে গো!

শিউঃ সে না হয় গেল, কিন্তু ও কার সংগে এত হাঁউমাউ করে কথা বলছে? আশেপাশে আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি নাতো! তা ছাড়া ওর একটা কথাও তো বোঝা যাচ্ছে না!

রুঃ ওর ভাষা বোঝা যাচ্ছে না— সেটা ঠিক কথা। তবে তোমার চোখে কিন্তু গন্ডগোল আছে শিউ। মেইতে ফিরে একবার চোখটা দেখিয়ে নিও।

শিউঃ যে সর্বনাশা গ্রহে এসে পড়েছি, এখান থেকে মেইতে ফিরতে পারলে বাপের ভাগ্যি!

রুঃ অতো প্যাঁচাল না পেড়ে এবার একটু চোখ-কান ভাল করে খোলো তো!... ঐ যে দেখ, ঐ খোলা ময়দানটাতে বেশ ক'টা ছোট ছোট বিট্‌কেল আকারের প্রাণী দেখা যাচ্ছে। ওরা মাটি থেকে কি যেন সব টুকিয়ে খাচ্ছে।.... তার মানে, এই তেই গ্রহটার সব প্রাণীরাই দৈত্যাকার, এটা ঠিক নয়।

শিউঃ রু, মাঝে মাঝে তুমি কি যে বলো না, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। ঐ বিট্‌কেলে প্রাণীগুলো দৈত্যদের চেয়ে ছোট হলেও আমাদের তূলনায় কম বড়ো নাকি!? ওদের যে-কোনো একটার এক ঠোকর খেলে আমরা তো আমরাই, মেন্‌জিকেরও দফা রফা হবে, তা একটিবার ভেবে দেখেছো?

[এতক্ষণ পর ফড়িং আকারের নভোযান-তথা-রোবট মেন্‌জিক মুখ খুলল।]

মেন্‌জিকঃ এটা শিউ ঠিক-ই বলেছে। তবে ওরা মনে হয় আমাদেরকে ঠাহর করতে পারবে না। কারণ ওদের তূলনায় আকারে আমরা খুবই ছোট। তবু বলা যায় না। তোমরা একটু নজর রেখো। তেমন কোনো উল্টোপাল্টা দেখলে মুহূর্তেই আমরা উড়াল দেবো।

শিউঃ সে না হয় বুঝলাম। তবে এতক্ষণে আমি একটা ব্যাপার ধরতে পেরেছি।

মেন্‌জিকঃ কি ব্যাপার?

শিউঃ ঐ দৈত্যনীটা আসলে ঐ বিট্‌কেলদের সাথেই কথা বলছে।

রুঃ (হাসতে হাসতে) 'দৈত্যনী'! ভালই একখানা নাম দিয়েছো!

শিউঃ কেন, তুমিই তো বললে যে, ওটা একটা মেয়ে দৈত্য!?

রুঃ যাক্‌গে, ও-সব কথা এখন থাক। এই মুহূর্তে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হলঃ ওদের ভাষা বুঝতে পারা।

মেন্‌জিকঃ তোমরা কি খেয়াল করেছো যে, শুধু দৈত্যদের কথা নয়, ঐ বিট্‌কেলদের কথাও আমরা বুঝতে কিংবা পাঠ করতে পারছি না?

শিউঃ ও বাবা, বিট্‌কেলরাও কথা বলছে নাকি? কই, আমি শুনতে পাইনি তো!

রুঃ শুধু তোমার চোখ নয়, কানদু'টিও একবার পরীক্ষা করিয়ে নিও শিউ।

শিউঃ তোমার খালি ফোঁড়ন কাটা কথা! বিট্‌কেলগুলো আবার কখন কথা বলল?

রুঃ কেন, কান পাতো না একবার। ঐতো, এখনও তো ওরা কোঁকর-কোঁকর করে চলেছে।

শিউঃ (কিছুক্ষণ কান পেতে থাকার পর) ও হ্যাঁ, তাই তো!.... কিন্তু এদের কথাও তো বোঝা যাচ্ছে না।

মেন্‌জিকঃ সেটাই তো বল্‌লাম।... ইয়ে, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ তোমরা কেউ?

রু ও শিউঃ (সমঃস্বরে) কি জিনিস?

মেন্‌জিকঃ এক নম্বর, দৈত্যরা সবাই কথা বলার সময় একই ধরণের শব্দ-তরংগ ব্যবহার করলেও ধাড়ি দৈত্যদের কথা আমরা পাঠ করতে পারছি না, অথচ....

শিউঃ (মেন্‌জিকের কথার খেই ধরে) অথচ ওদের বাচ্চার কথা পাঠ করতে পেরেছি, যেমনটি পেরেছিলাম ঐ জলযানে।.... আর তোমার দু'নম্বর কথা?

মেন্‌জিকঃ দু'নম্বর কথা হলঃ তোমাদের ঐ দৈত্যনী, আর ঐ বিট্‌কেলদের কারও ভাষা বোঝা না গেলেও কথা বলার সময় ওরা কিন্তু আলাদা আলাদা ধরণের তরংগ ব্যবহার করছে।

রুঃ হ্যাঁ, আমি তা লক্ষ্য করেছি। তার মানে, দৈত্যরা এক ধরণের শব্দ-তরংগ ব্যবহার করে, আর বিট্‌কেলরা অন্য ধরণের।

শিউঃ সেক্ষেত্রে বিট্‌কেলগুলো ঐ দৈত্যনীটার কথা বুঝতে পারছে কিভাবে? (মাথা ঝাঁকি দিয়ে) নাহ্, আমার মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে!

মেন্‌জিকঃ আমার মনে হয়, দৈত্যনীটা ওর স্বজাতীয় আর কারও সংগে কথা বলছে।

রুঃ কই, এখানে তো আর কোনো দৈত্যকে দেখা যাচ্ছে না!

শিউঃ তবে আরেকটা জিনিসও আমি ধরতে পেরেছি। আর তা হল, ঐ দৈত্যনীটা বিট্‌কেলগুলোকে খুব ভালবাসে।

রুঃ কিভাবে এটা তোমার মনে হল?

শিউঃ কেন, দেখতে পাচ্ছো না, ও তাদেরকে কি যেন খাওয়াচ্ছে!?

[তিন চন্দ্রবাসী যখন বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছে, ঠিক তখন-ই একটা ঘটনায় তারা তিনজন-ই আঁতকে উঠল। পরম উদ্বেগের সাথে তারা দেখতে পেল যে, ঐ দৈত্যনীটা হঠাৎ তাদের দিকেই তাকিয়ে থেকে বিকট স্বরে কি যেন সব বলতে আরম্ভ করেছে। আসলে তখন তমসা বুড়ীমা মুরগীর ঘরে ডিমপাড়ারত 'চুড়বুড়ি' ও 'তিনকুড়ি' নামের দু'টো মুরগীকে খেতে ডাকছিল।]

তমসা বুড়ীমাঃ ওরে চুড়বুড়ি আর তিনকূড়ি! তোরা শিগ্রী একটিবার এদিকে আয়তো, আর বেশী বেশী করে খেয়ে নে দেখি!.... তোরা সত্যিই খুব লক্ষ্মীরে! আমার এই মা-দু'টো কতো ডিম পাড়ে! তাড়াতাড়ি এসে খেয়ে নে, নইলে এই হাভাতেগুলো সব শেষ করে ফেলবে রে!!

শিউঃ (কাঁপা কাঁপা গলায়) সেরেছে! এইবার আমাদের তেই মিশনের দফা রফা হতে চলেছে। ঐ দৈত্যনীটা আমাদেরকে দেখতে পেয়েছে। ও এবার আমাদের বারোটা বাজাবে! শিগ্রী চলো, আমরা উড়াল দেই।

রুঃ আরে দাঁড়াও, ও বোধ হয় আমাদেরকে কিছু বলতে চাইছে। ওর কথা বোঝার চেষ্টা করো।

মেন্‌জিকঃ না রু, ওর কোনো কথাই আমাদের পাঠযোগ্য নয়। আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্বনি-উদ্ঘাটক প্রোগ্রাম ইতিমধ্যেই ওর পাঠানো সকল শব্দ-তরংগ যাচাই করে দেখেছে।

শিউঃ তাহলে এখন আমরা কি করবো?

রুঃ আর একটু অপেক্ষা করি।

মেন্‌জিকঃ না, ঝুঁকি নেওয়া ঠিক না। তোমরা দু'জন বরং আমার ভেতরে ঢুকেই পড়ো।

[হঠাৎ চন্দ্রবাসীদের কল্পনাতীত এক ঘটনা ঘটল। তাদের নীচের বিশাল কাঠামোটার তল থেকে আরো দু'টো বিট্‌কেল প্রাণী বেরিয়ে বিকট স্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে সেই খোলা ময়দানটাতে গিয়ে হাজির হল। তারপর তাদের স্বজাতীয়দের সংগে তারাও খাবার খুঁটতে শুরু করল। সেই দৈত্যনীটাও একটা গুহার ভেতরে উধাও হয়ে গেল।]

চন্দ্রবাসী তিন ক্ষুদে আগন্তুক স্তম্ভিত হয়ে এইসব পর্যবেক্ষণ করছিল। সেই মুহূর্তে তাদের জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। কাছেই কার যেন সুরেলা এক সরু কণ্ঠে তিনজন-ই চম্‌কে উঠল। রু ও শিউ ঝট্ করে তাদের মাথা ঘোরাল। আর মেন্‌জিক তার নিজস্ব ক্যামেরার মাধ্যমে সরুকণ্ঠের অধিকারীকে পর্যবেক্ষন করতে শুরু করল। তারা সবাই দেখল যে, তাদের কাছ থেকে সামান্য দূরে একটা ছ'পেয়ে ছোট্ট প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে। আকারে সেটা প্রায় রু ও শিউ-এরই সমান।]

সরুকণ্ঠঃ ও, তোমরাই তাহলে এতক্ষণ চেল্লাচিল্লি করছিলে! আমি তো ভেবেই অস্থির! কারা এমন অবেলাতে এ-রকম হেঁড়ে গলাতে আসর জমিয়েছে, তা ভেবেই পাচ্ছিলাম না।... তা হ্যাঁগা, তোমরা কারা?

রুঃ আ- -ম- - রা- -? আমরা হলাম গিয়ে....

[বিস্ময়ের দমকে রু কথার খেই হারিয়ে ফেলছিল। আশ্চর্য ব্যাপার! মিহি গলার এই ছ'পেয়ে প্রাণীটার কথা দিব্যি বোঝা যাচ্ছে!! আর শিউ তো পুরোপুরি বাক্যহারা! শেষ পর্যন্ত মেন্‌জিককেই মুখ খুলতে হল।]

মেন্‌জিকঃ আমরা হলাম মেইবাসী। আর তুমি কে গো?

[এবার সরুকণ্ঠের ভিম্‌রি খাওয়ার পালা! সেও রু-এর মতো তোত্‌লাতে আরম্ভ করল।]

সরুকণ্ঠঃ আ- -মি- -?- - ইয়ে, আমি হলাম... পিঁপড়ে। আমার নাম... নিনি।.... তুমি আবার কে? তোমাকে তো... এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি!

মেন্‌জিকঃ আমি হলাম একটা নভোযান। আমার নাম মেন্‌জিক। ওরা দু'জন হল রু আর শিউ। আমরা সবাই মেই থেকে এসেছি।

নিনিঃ তোমার কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না ছাই! 'নভোযান', 'মেই',– এসব আবার কী?

[এতক্ষণে রু ভাষা ফিরে পায়।]

রুঃ কিছু মনে কোরো না নিনি, তুমি দেখছি একেবারেই গবেট! এই মেন্‌জিক হল মহাকাশচারী একটা উড়ে রোবট। মেইতে থাকার সময় আমরা ওটাকে বানিয়েছি। তারপর ওটাতে চেপে মেই থেকে আমি ও শিউ তোমাদের এই তেই গ্রহে বেড়াতে এসেছি।.... কি, এবারে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল তো?

নিনিঃ (দু'পাশে মাথা ঝাঁকিয়ে) উঁহু! তোমরা যে এতক্ষণ 'মেই-মেই' করছো, সেই মেইটা আসলে কোথায়?

[নিনির বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় দেখে এতক্ষণে শিউ-এর বড্ডো হাসি পায়। তার বিস্ময়ের ঘোর পুরোপুরি কেটে যায়। তবে হ্যাঁ, অশিক্ষিত হলেও নিনি বেশ চমৎকার একটা আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণী। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সে একটা মেয়ে পিঁপড়ে। এবারে শিউও নিনি নামের এই হাঁদারাম ছাত্রীটাকে বোঝাতে উদ্যোগী হল।]

শিউঃ নিনি, মেই হচ্ছে তোমাদের এই তেই গ্রহের একটা উপগ্রহ। ঐ যে চেয়ে দেখ, ঐ দূর আকাশে ভাসছে না? ওটাই হল আমাদের মেই, আর ওখান থেকেই আমরা এসেছি।

নিনিঃ (ওপর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে) অতো ওপরে আমরা দেখতে পাই না। আর দেখবার দরকারটাই বা কী! আমাদের এই মাটিতেই তো প্রয়োজনীয় সবকিছু রয়েছে। ঘাসপাতা, জল, মাটি, ফুলের রেণু, মরা পোকামাকড়, ঘৃতকাঞ্চনের পাতার রস, (লোভাতুর চোখে) তারপরে ধরো এই চিনি, গুড়....। আরো কতো কী! অতো দূরের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কি!

[নিনি যেন এবার অনেকটা নিজের মনেই বিড়বিড় করতে থাকে। তার মিহি কণ্ঠস্বর আরো মিহি হয়ে আসতে থাকে। তাই দেখে চন্দ্রবাসীরা হাল ছেড়ে দেয়। নাহ্, এই গো-মূর্খ নিনিটাকে দিয়ে তাদের কোনোই উপকার হবে না! ও একেবারে চাষা এক পিঁপড়ে! সবাই চুপচাপ। বেশ কিছুক্ষণ পর মেন্‌জিক নীরবতা ভাঙ্গল।]

মেন্‌জিকঃ নিনি, আমরা বহুত্ কষ্ট করে তোমাদের এই তেই গ্রহে এসেছি। তেই সম্বন্ধে আমাদের অনেক তথ্য জানা দরকার। তুমি কি এ-ব্যাপারে আমাদেরকে একটু সাহায্য করতে পারবে?

নিনিঃ দুঃখিত মেন্‌জিক! 'তেই' বলতে তোমরা ঠিক কোন্ জায়গাকে বোঝাচ্ছো, আমি তা ধরতে পারছি না। তবে আমার ধারণা, তোমরা যাকে 'তেই' বলছো, আমরা তাকে 'পট্টি' বলি।

মেন্‌জিকঃ প-ট্-টি-ই-ই!

নিনিঃ (আত্মপ্রত্যয়ের সাথে) হ্যাঁ, পট্টি। পিঁপড়ে-পট্টি।

মেন্‌জিকঃ (হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গীতে রু ও শিউ-এর উদ্দেশ্যে) নাহ্, আমার মনে হয় নিনিকে দিয়ে আমাদের কোনো কাজ হবে না! এই বিশাল তেই গ্রহ সম্বন্ধে ওর বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। ও আছে কেবল ওর ছোট্ট জগতটাকে নিয়ে। এর বাইরে....

রুঃ (বাধাচ্ছলে) ঠিক আছে, এত হতাশ না হয়ে শুধুমাত্র সাধারণ কিছু বিষয় সম্বন্ধেই ওর কাছ থেকে কিছু জেনে নেয়া যাক না!

মেন্‌জিকঃ সাধারণ বিষয়?

রুঃ হ্যাঁ, সাধারণ বিষয়। ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।.... (নিনির উদ্দেশ্যে) ইয়ে, এই যে পিঁপড়ে-কন্যা নিনি! তোমাদের এই পট্টিটা কোথায়, বলোতো বোন!?

নিনিঃ আমাদের পিঁপড়ে-পট্টি? এই বিশাল কাঠামোটার নীচে, মাটির তলে। যাবে তোমরা ওখানে আমার সাথে?

শিউঃ না, ওখানে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। তুমি শুধু বলো....

রুঃ আহ্, তুমি চুপ করোতো শিউ!

শিউঃ কেন, এতক্ষণ আমি তো একটাও কথা বলিনি।

রুঃ তাতে কি হয়েছে! আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকো। তুমি বরং সব তথ্য টুকতে থাকো।

মেন্‌জিকঃ ও নিয়ে ভেবো না রু। সব তথ্যই আমি রেকর্ড করে ফেলছি।

রুঃ গুড!... (নিনির উদ্দেশ্যে) এই যে সোনার মেয়ে নিনি! তোমাদের এই পিঁপড়ে-পট্টিতে তুমি ছাড়া আর কে কে আছে, বলোতো এবার!

নিনিঃ কেন, আমার সব জ্ঞাতিগুষ্টি আর আত্মীয়স্বজনেরা! আবার রাণীমাও রয়েছেন।

রুঃ রাণীমা?

নিনিঃ হ্যাঁ, থুত্থুড়ি রাণীমা! এত বয়স হয়েছে, তারপরেও রাণী হয়ে থাকতে চান।... (হঠাৎ নীচু স্বরে) তোমরা আবার কাউকে এটা বোলো না যেন, হ্যাঁ? রাণীমা শুনলে রাগ করবেন। আমাকে তাড়িয়েও দিতে পারেন।

রুঃ কেন বলোতো?

নিনিঃ আমাদের পরবর্তী রাণী নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় আমিই সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছি। আমাকে রাণীমা তাই দারুণ হিংসে করেন।

রুঃ আচ্ছা, ও-সব কথা এখন থাক নিনি। তুমি বরং আমাদেরকে বলো, তোমরা মোট কতোজন পিঁপড়ে তোমাদের পট্টিতে বাস করছো।

নিনিঃ কতোজন? তা... এই ধরো, হাজার খানেক।

রুঃ মাত্র হাজার খানেক?

নিনিঃ হ্যাঁ, আগে প্রায় দশ হাজারের মতো ছিল। কিন্তু গেল বার বন্যার জলে আর হেল্‌ফিনায় আমাদের বেশীর ভাগ-ই মারা গিয়েছে।

শিউঃ হেল্‌ফিনা? সেটা আবার কি জিনিস?

নিনিঃ আমরা ঠিক জানি না। প্রায়ই আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের অনেক স্বজাতীয় ভাইবোন কাজের সময় বিভিন্ন জায়গায় মরে পড়ে থাকে। এ-ধরণের মৃত্যুর কারণটা যখন ধরতে পারি না, তখন আমরা তাকে বলি 'হেল্‌ফিনা'।

শিউঃ যাই হোক, তা এখন মাত্র এক হাজার পিঁপড়ে তোমরা। তার আবার রাণী?

নিনিঃ (আহত স্বরে) বুঝলাম না তোমার কথা।

শিউঃ না, রাণী হওয়ার ব্যাপারটা বিশাল আর ব্যাপক একটা ব্যাপার নয় কি? মাত্র এক হাজার পিঁপড়ে! এই অবস্থায় ফের রাণী হওয়ার জন্য কামড়াকামড়ি!?

রুঃ (তীর্যক চোখে শিউ-এর দিকে তাকিয়ে এবং নীচু স্বরে) শিউ, তুমি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছো। মেয়েটা কষ্ট পাবে।

শিউঃ আচ্ছা, ঠিক আছে। এবারে তোমার এই সোনার মেয়েটাকে আমিই না হয় কিছু প্রীতিকর প্রশ্ন করি।.... (নিনিকে উদ্দেশ্য করে) অ্যায় নিনি, আমার নাম হচ্ছে শিউ।

নিনিঃ তুমি কি আমার মতোই একজন পিঁপড়ে?

শিউঃ না, আমরা তোমাদের মতো আর্থ্রোপোডাই, তবে পিঁপড়ে নই। আমরা হলাম হ্যাকুয়াস।... এখন আমাকে তোমাদের সিস্টেম সম্বন্ধে কিছু বলবে কি?

নিনিঃ কিসের সিস্টেম?

শিউঃ এই ধরো, তোমাদের অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, শিল্প-কারখানা, ব্যাংকিং— এই সব আর কি!

নিনিঃ দুঃখিত শিউ, আমি তোমার কোনো কথাই বুঝতে পারছি না। আমাদের পট্টিতে এগুলো নেই তো!

শিউঃ কোনো মুদ্রা-ব্যবস্থা?

নিনিঃ সেটা আবার কী?

শিউঃ ও বুঝেছি। তার মানে, মুদ্রা-ব্যবস্থাও নেই। তা হলে তোমাদের চলছে কিভাবে?

নিনিঃ চলছে কিভাবে? তা চলছে তো ভালই। দিব্যি খেয়ে-পরে বেঁচে-বর্তে আছি!

শিউঃ (কিছুটা শ্লেষ-মেশানো স্বরে) তাই নাকি? তা তোমাদের খানাপিনার দশা কেমন ধাঁচের?

নিনিঃ ঐযে বললামঃ আমরা খাই কচি পাতা, ঘাসের বীচি, পোকামাকড়ের লাশ। তারপর চিনি, গুড়। আর পান করি শিশির-বিন্দু আর বৃষ্টির জল, শুমাক ফুলের মধু, হোগ্‌লা ডাঁটার রস। তা ছাড়া একটু কুজ্জকন্টক গাছের রস পান করলে তো আর কথাই নেই! সারাদিন নেশার আমেজে কেটে যায়।

শিউঃ তার মানে?

রুঃ (শিউ-এর উদ্দেশ্যে নীচু স্বরে) নিনি বোধ হয় মাতাল হওয়ার কথা বলছে। আমার মনে হয়, এই মুহূর্তেও নিনি কিছুটা মাতাল অবস্থাতেই রয়েছে। থাক, ওকে বেশী ঘাঁটিও না শিউ।

শিউঃ (নিনির উদ্দেশ্যে) ও বাবা, তোমরা আবার মাতালও হও নাকি?

নিনিঃ বাহ্, হবো না কেন! মাতাল হলে কি সুন্দর সুন্দর সব কবিতা আর ছড়া বেরোতে থাকে। তারপর সবাই মিলে আমরা কত্তো নাচি আর গাই!.... কিছুক্ষণ আগেই আমি একটা ছড়া বানিয়েছি। শুনবে?

শিউঃ শোনাও।

নিনিঃ ঘাসের ছায়ায় দিন কেটে যায়
তাহার-ই পথ চেয়ে,
রাস্তা হারাই সাঁঝে আমি
এমন বোকা মেয়ে!!

শিউঃ বাহ্! চমৎকার ছড়া!! (রু-এর উদ্দেশ্যে) রু, এরা তো দেখছি এখনো সেই আদিম সাম্যবাদী সমাজেই রয়েছে। যা পায়, একসাথে সবাই মিলে ভাগাভাগি করে খায়। (আবার নিনিকে উদ্দেশ্য করে) নিনি, তুমি কি কখনো কৃষিভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার কথা শুনেছো? অথবা সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী, কিংবা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা?

রুঃ (শিউ-এর উদ্দেশ্যে) তুমি খামোখাই সময় নষ্ট করছো শিউ। বোঝাই যাচ্ছে যে, ওদের কোনো সামাজিক বিবর্তন হয়নি।

শিউঃ (গলা খাদে নামিয়ে) কোনোদিন হবেও না। কারণ বিবর্তনের জন্য যে ন্যূনতম বুদ্ধিবৃত্তি থাকা দরকার, তা এই পিঁপড়ে নামধারী আর্থ্রোপোডাগুলোর নেই।

নিনিঃ তোমরা কি নিয়ে আলাপ করছো শিউ?

শিউঃ সে তুমি বুঝবে না।

নিনিঃ শিউ, তুমি আমার সংগে একটু নাচবে? তোমাকে আমার খু-উ-ব পছন্দ হয়েছে!

শিউঃ এই সেরেছে!

রুঃ নিনি, এখন আমাদের নাচার সময় নেই।... ইয়ে, তুমি এবার আমাদের আর কিছু প্রশ্নের জবাব দেবে?

নিনিঃ দেবো না কেন? তোমাদের সাথে কথা বলতে আমার খু-উ-ব ভাল লাগছে! বলো, আর কি জানতে চাও।

রুঃ (তমসা বুড়ীমা-র উঠোনে চরে বেড়ানো মুরগীগুলোকে দেখিয়ে) আচ্ছা, ঐ যে বিরাট উপত্যকাটায় বেশ ক'টা বিট্‌কেল আকারের প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওরা কি ধরণের প্রাণী, তা একটু বলবে?

নিনিঃ (কিছুক্ষণ মুরগী দেখার বৃথা চেষ্টার পর) কোন্ প্রাণীদের কথা বলছো?

শিউঃ কি আশ্চর্য! ঐ তো দেখা যাচ্ছে। তুমি কি অন্ধ নাকি?

নিনিঃ নাহ্, দুঃখিত! আমি কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। তাছাড়া অতো দূরে আমরা দেখতেও পাই না। আর দেখতে পাওয়ার দরকারটাই বা কী? এই জায়গাটাতেই তো দেখার মতো অনেক মজার মজার জিনিস রয়েছে। ঐ যে দেখ, কি সুন্দর একটা কাঁচপোকা গুটিগুটি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে! আর এইমাত্র একটা ঘাসের বীজ কোথা থেকে যেন উড়ে এসে আমার বাঁ পাশে পড়ল। চারিদিকে আরো অনেক ব্যাপার ঘটছে.....

শিউঃ (ধমকের সুরে) নিনি, তুমি থামবে!?

[ইতিমধ্যে কিপ্‌টে তমসা বুড়ীমা তার হেঁশেলে মহা আয়োজনে টুকিয়ে আনা কলমী শাক আর ডালের সুরুয়া রাঁধতে আরম্ভ করেছিল। ডালে পাঁচ-ফোঁড়ন দিতেই নেশা ধরানো গন্ধে চতুর্দিক মৌ মৌ করতে থাকল। আর সেই গন্ধে চন্দ্রবাসী শিউ আর রু-এর ভয়ানক বমি পেল। তারা দু'জনেই অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করল। যথেষ্ঠ দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই রু ও শিউ কোনো রকমে নভোযান মেন্ জিকের ভেতর গিয়ে আশ্রয় নিল। তারপর কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়েই আবার সবাই উড়াল দিল।

পিঁপড়ে-কন্যা নিনি সেই মুহূর্তে নিজের মনেই তার 'পিনি' নামের ছেলেবন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে কি যেন বলছিল। রু ও শিউকে নিয়ে মেন্‌জিকের তিরোধান তার মনে কোনই রেখাপাত করল না। সে তখন বেহেড্ মাতাল ছিল তো! অবশ্য মাতাল থাকলেও চন্দ্রবাসীদেরকে সে তার জ্ঞাতসারে কোনো ভুল তথ্যই দেয়নি।]

(চ-ল্-বে- - -)

(কল্প-কাহিনী)

সিডনী, ০৩/০১/২০১০

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন